যুগান্তর

তারিখ 17 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

গাইড বই থেকে এসএসসির প্রশ্ন!

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় গাইড বই থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের গাইডে দেয়া নমুনা থেকে ইংরেজি ভার্সনের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে ওই প্রশ্ন করা হয়। পাবলিক পরীক্ষা তো দূরের কথা, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়ও গাইড থেকে প্রশ্ন না করার ব্যাপারে দু'দফায় সরকারি নির্দেশনা জারি করা হয়। এতে বলা হয়, ওই নির্দেশনা উপেক্ষা করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) বাতিল করা হবে।

পাবলিক পরীক্ষায় গাইড বই থেকে প্রশ্ন করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সোমবার গণমাধ্যমের সম্পাদকদের চিঠি দিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'সম্প্রতি পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দেয়ার একটি বিষয় ঘটতে শুরু করেছে। এক অর্থে এই বিষয়টি প্রশ্নফাঁস থেকেও গুরুতর। প্রশ্নফাঁস কারা করছে সেটি ধরা সম্ভব না হতে পারে কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারা কারা গাইড বই থেকে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে সেটি বের করা সম্ভব।' এতে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষার বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৩ মার্চ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন পোর্টালে কলামও লেখেন এ অধ্যাপক।

> গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ একটি গাইডের নাম উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। এসএসসির পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের ইংরেজি ভার্সনের ক্ষেত্রে এমন ঘটনার অভিযোগ এসেছে। পরীক্ষা শেষে বিষয়টি তদন্ত করা হবে। তদন্তে যেসব বিষয় ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে গাইড বই থেকে প্রশ্ন দেয়ার অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাদের বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা খাত সংস্কারে সরকার সেসিপ নামের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ঐ প্রকল্পের অধীন সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের ওপর কোটি কোটি টাকা খরচ করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শুধু সাধারণ শিক্ষকই নন, প্রশ্ন প্রণেতা, মডারেটরসহ অন্যদেরও এ প্রশিক্ষণের অধীনে আনা হয়। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখা থেকে এ পদ্ধতি যথার্থ বাস্তবায়ন, শিক্ষকদের নিজেদেরই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন ও বাইরে থেকে প্রশ্ন না কেনার ব্যাপারে নির্দেশনা জারি করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিব নামপ্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে পদ্ধতির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে শিক্ষকদের, তারা যদি তা নিজেরা না তৈরি করে গাইড বইয়ের আশ্রয় নেন, তবে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহানা আরা বেগম বলেন, গাইড বই থেকে প্রশ্ন করে বোর্ডপরীক্ষা নেয়া হলে তা গ্রহণযোগ্য ঘটনা নয়। এর অনুসন্ধান করা উচিত।